ইমাম মাহমুদের ঐক্যের ডাক

রাশিদুর রহমান (সুমন)

ইমাম মাহমুদের ঐক্যের ডাক

রাশেদুর রহমান (সুমন)

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

লেখক পরিচিতি

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির মহাদূত মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর।

আমার জন্ম মুসলিম পরিবারে। কিন্তু মুসলিম পরিবারে হলেও বেশিরভাগ আচার-আচরণ ছিল অমুসলিমদের মত। তাই ইসলাম সম্পর্কে তেমন জানা সম্ভব হয়নি। পড়াশুনা শুরু হয় জেনারেল স্কুল থেকে শেষ হয় কলেজ দিয়ে। আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ.এস.সি পাশ। সন ২০১২ ইংরেজী। ছাত্র হিসেবে তেমন ভালো ছিলাম না। স্কুলে পড়াশোনা না পারলেও গান-বাজনা পারতাম। এ কারণে শিক্ষকরা আমাকে ভালোবাসতো। এভাবে চলতে ছিল। তবে ইসলামের প্রতি মহব্বতও ছিল। নামাযও মাঝে মধ্যে পড়তাম। মাঝে মধ্যে ওয়াজ মাহফিলে যেতাম। কিন্তু আমার পিতা-মাতা অশিক্ষত। যার কারণে তারা আমাকে তেমন গাইড করতে পারছিল না। এই সুযোগে আমি আড্ডা দিতাম। পড়াশুনাও ফাঁকি দিতাম। যার কারণে এস.এস.সি পরীক্ষাতে আমি ইংরেজী বিষয়ে ফেল করি। ফেল করার পর আমার ভিতরে কেমন যেন একটা কিছু হল। আমি লজ্জা পেলাম। কেননা আমার সাথের ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজে পড়বে আর আমি নিচের ক্লাসে রয়ে গেলাম।

কিন্তু আমি নিজেকে শক্ত করে ধরলাম। সামনে চেষ্টা করব ইংশাআল্লাহ, মানে পাশ করব। আল্লাহর রহমতে তাই হয়। আমি এস.এস.সি পাশ করি এবং এইচ.এস.সি তে ভর্তি হই। ভর্তি হওয়ার পর আমার আগের যারা বন্ধু ছিল তারা বলল, তুমি তো ভালো গান জানো ও গান গাও, তাই আমাদের একটা পরিকল্পনা হল যে, আমরা গান-বাজনা ভালো করে শিখে বিভিন্ন জায়গায় ভাড়া হিসেবে অনুষ্ঠান করবো। এতে টাকাও পাবো এবং আনন্দও পাবো। এমন প্রস্তাব পাওয়ার পর আমি গ্রহণ করলাম। এর জন্য যা যা করতে হবে তা করতে লাগলাম। কেননা আমার স্বপ্ন ছিল আমি নিজের ও মানুষের জন্য কিছু একটা করবো। কিন্তু এভাবে তিন-চার যাওয়ার পরপরেই আমার ভিতরে ভাবনা আসে যে, আমি কোন পথে যাচ্ছি। যে পথে কোন সফলতা নেই। আমার ভাবনা বেড়েই চলছে। আমি কোন

শান্তি পাচ্ছি না। আমি চিন্তা করতে লাগলাম এখন কি করব? যারা আমার সাথে কাজ করছে তাদের যদি বিষয়টা বলি তারা সেটা কীভাবে নেবে। অথচ তারা আমার কথামতো শুরু করেছে। আমি ভাবনায় অস্থির।

এরপর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমি তাদের সাথে সরাসরি কথা বলবো। আমি আর এগুলোর সাথে নাই। কেননা আমার মন চাচ্ছেনা। আমাকে তোমরা ক্ষমা করে দিও। আমি তাই করি। আল্লাহর রহমতে তারা মেনে নেয়। এরপর আমি ইসলামের প্রতি ঝুকে পড়ি। জানার আগ্রহ সৃষ্টি করি। কিন্তু তেমন কোন পথ পাচ্ছিলাম না। এভাবে বিভিন্ন বক্তার ওয়াজ, লেখকের বই, অডিও-ভিডিও ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি। কিন্তু আমার পরিবার ও আত্মীয়স্বজন ইসলামী জ্ঞান আমাকে জানানোর জন্য তেমন কোন ভূমিকা পালন করেনি। যা কিছু অর্জন তা আমার চেষ্টায়। আলহামদুলিল্লাহ। এভাবে চলতে থাকে। ২০১২ সালে প্রায় শেষের দিকে আমি ঢাকাতে চাকরি করতে আসি। এরপর ২০১৩ সালে ৬ষ্ঠ মাসের দিকে আমি যেখানে চাকরি করছিলাম সেখানকার একজন লোকের মাধ্যমে একটি ইসলামী দলের দাওয়াত পাই। আমি নিজেকে ধন্য মনে করলাম। শুকরিয়া আলহামদুলিল্লাহ। দলের নাম পরে জানতে পাই জে.এম.বি। এভাবে আমি চাকরি করি ও সংগঠনের সাথে যোগাযোগ রাখি এবং তাদের আর্থিকভাবে সহযোগীতা করি।

এভাবে চলতে থাকলে ২০১৪ সালের প্রথম দিকে সরাসরি সংগঠনের কর্মী হিসেবে যোগদান করি এবং সংগঠনের কোচিং ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। এভাবে তাদের সাথে চলি। কিন্তু তারা যা বলেছিল ও ইসলাম যা বলে তা তাদের সাথে তেমন কোন মিল পাচ্ছিলাম না। এভাবে চলতে থাকি কিন্তু সমস্যা দিন দিন বেশি দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার মনও ভেঙ্গে যায় তাদের প্রতি। কিন্তু আমি নিজেকে শক্ত করে ধরে এগিয়ে যাচ্ছি। তাদের অবস্থা আগে বেশি করে জানার জন্য। এভাবে অনেক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ২০১৬ এর শুরুতে সংগঠনের একজন ভারপ্রাপ্ত আমিরের সাথে প্রায় সারা রাত আলোচনা করি। কিন্তু তিনি সন্তুষ্টি মূলক জবাব দেয়নি। আমার মন আবার খারাপ হলো। কেননা এমনটা আশা করিনি। আমি পরক্ষণে নিজেকে বুঝ দিলাম যে, আমি যা কিছু করেছি তাতো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই। আমার তো কোন ক্ষতি হয়নি। এবং

নিজে সঠিক দলের অনুসন্ধান করো। এরপর আমি সঠিক দলের অনুসন্ধান করতে থাকি এবং সেই সংগঠনে নিউট্রাল হিসেবে থাকি। পাশাপাশি ইসলামী পড়াশুনা করতে থাকি। এভাবে চলতে থাকলে ২০১৬ সালে ১২ই অক্টোবর কাউন্টার টেররিজম (C.T) সদস্যের হাতে গ্রেফতার হই এবং দেড় মাস গুম থাকি। এরপর মামলা নিয়ে জেলখানায় আসি।

আমি বাইরে থেকে ভাবতে ছিলাম যে, জেলখানায় বুঝি একটা সমাধান পাওয়া যেতে পারে। কেননা এখানে অনেক বড় বড় নেতা ও জ্ঞানী আছেন। কিন্তু জেলখানায় দেখি ইসলাম নিয়ে দলাদলি ও সমস্যা বেশি। আমি জেলখানায় বিভিন্ন সংগঠনের নেতা ও দায়িত্বশীলদের সাথে কথা বলেছি ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। বিশেষ করে বাংলাদেশের 'জঙ্গিবাদ' ও 'ইসলামের দলাদলি' নিরসন নিয়ে। এ বিষয়ে অনেকেই অনেক কিছু বলেছে তবে সবার কথা আমার পরিপূর্ণ মনে হয়নি। এভাবে চলতে থাকি। নিজে ভাবতে থাকি এই অবস্থায় করণীয় কি? আমার বিশ্বাস ইসলাম সকল সমস্যার সমাধান করে। এই বিশ্বাসে আমি সামনে চলতে থাকি। নিজের ভিতর থেকে উত্তর পেলাম যে, এই সমস্যার সমাধান হল একজন যোগ্য নেতার। যিনি হবেন আল্লাহ ও তার রসূলের (স.) মনোনীত। যাকে সবাই ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় মেনে নেবে। যিনি আল্লাহর ইচ্ছায় সকল সমস্যার সমাধান করবেন। এই উত্তর নিয়ে কয়েক জনের সাথে আলোচনা করি, তারা এমনটাই বলেছে। এরপর নিজে একজন যোগ্য নেতা হওয়ার চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতে লাগলাম। পাশাপাশি একজন যোগ্য নেতার খোজ করতে থাকি।

হঠাত ২০১৯ সালের শেষের দিকে প্রায় নভেম্বর মাসে শুনতে পেলাম মাহমুদ নামে একজন ব্যক্তি নিজেকে ইমাম মাহমুদ দাবি করছে। তিনি নাকি আল্লাহ ও তার রসূলের (সা.) মনোনীত ব্যক্তি। যিনি মুসলমিদের ইমাম ও নেতা হিসেবে আবির্ভাব হয়েছেন। তিনি ছিলের আমার ব্লকের পশ্চিম পাশে। তবে তার ব্যপারে জানার তেমন ইচ্ছা জাগল না। এভাবে প্রায় এক থেকে দেড় মাস চলে যায়। তার ব্যপারে আলোচনা-সমালোচনা শুনতে থাকি। হঠাত জেলখানার কর্তৃপক্ষ পশ্চিম ব্লকের কতিপয় লোকজনকে অন্য জায়গায়/ব্লকে স্থানান্তর করে। মাহমুদ নামের ব্যক্তি আমার ব্লকে আসে। এর বিশ-পঁচিশ দিন পর তার সাথে কথা বলার অনুমতি চাই। তিনি অনুমতি দেন। তারপর তিন-চার দিন কথা বলে বুঝতে পারি যে, তিনি

সেই ব্যক্তি যাকে আমি খুজছি। দেরি না করে তার হাতে বায়াত দেই। মুসলিম ভাই-বোনদের জানানোর উদ্দেশ্যে এই লেখা। আল্লাহ তায়ালা আমাকে যতটুকু জ্ঞান দিয়েছেন তা দিয়ে তার সাথে যতদিন চলেছি চলতেছি তার দাবীতে তাকে সত্য পেয়েছি।

লেখার ভিতরে কোন ভুল হয়ে গেলে দয়া করে ক্ষমা করে ও সংশোধন দিবেন, আমাকে একজন মুসলিম ভাই মনে করে। আশা করি আমাকে সত্য গ্রহণকারী হিসেবে পাবেন। ইংশাআল্লাহ।

ইতি
লেখক
মোঃ রাশেদুর রহমান (সুমন)
হাটশেরপুর, সারিয়াকান্দি,
বগুড়া।

ভূমিকা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী ও রসূল মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর।

১৯২৪ সালে খিলাফতের সিলসিলাটি অবলুপ্ত হওয়ার পর প্রায় এক শতাব্দী হতে চলল। এই উম্মাহর শীর্য-বীর্য, সম্মান ও নিরাপত্তা, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও তাহবীব-তামাদ্দুন হারানোর সাথে সাথে বর্তমান পৃথিবীতে এর অস্তিত্বের শেষ অংশটুকু বিলীন হওয়ার কাঁপুনিতে কম্পমান। সমস্ত আশায় আর টিকে থাকার প্রয়াস হারিয়ে মানবতার জন্য মনোনীত শেষ ধর্মটি এখন তার শেষ ব্যক্তিটুকু দিয়ে জেগে ওঠার জন্য যে হামাগুড়ি দিচ্ছে তারই কারণে পূর্ব থেকে পশ্চিমে এই দ্বীনের মশাল ধারীদের চোখ আবার চিকচিক করে উঠছে। কলজে ছেঁচাখুন দিয়ে মশালের সলতের ডগায় নিভু নিভু আলোটাকে জ্বালিয়ে বাড়িয়ে সকল তামাশার অবসান ঘটিয়ে আবার সে জেগে ওঠতে চাইছে। যেমন জেগে ওঠেছিল দেড় সহস্রাব্দ পূর্বে ধূসর মরুময় আরব উপদ্বীপে। সেই সোনালী সময়টার মতো যাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী, মনিষী, নেতা ও মানুষ “মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সা.)” অ্যাখ্যায়িত করেছিল “খাইরূল করূন” তথা পৃথিবীর “সর্বোত্তম যুগ” বলে।

কিন্তু এই দ্বীন যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেভাবে হাজার বছরের পরিক্রমায় সমস্ত বাধা-বিপত্তী, ঝড়-ঝাপ্টা বিনাশী প্রচেষ্টা প্রতিহত করে আজ পর্যন্ত এসেছে, সেভাবেই সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যের মানুষের কাফেলা আর তাদের নেতৃত্বদানকারী সর্বোত্তম ব্যক্তিত্বের অধীকারী নেতার প্রজ্ঞা ও নেতৃত্বেই আবার সে বিজয়ী হবে। যেমনটি রসূল (সা.) এর ভাষায় এসেছে, “আমার উম্মতের উদাহরণ হচ্ছে মুষলধারে প্রবাহিত বৃষ্টির ন্যায়। আমি জানি না এর প্রথম ভাগে অধিক কল্যাণ না শেষ ভাগে।”

তাই পুরো পৃথিবীতেই অনাথ-অসহায় কাফেলাগুলো আজ যোগ্য নেতৃত্বের হাতছানির অপেক্ষায় দিগন্ত রেখায় আশার দৃষ্টি প্রসারিত করে রেখেছে। কবে আসবে “ওয়ালী ও নাছীর”? কবে নুসরার ঝান্ডা উচ্চে তুলে ধরা হবে? কবে রাখালহীন ভেড়ার পালের ন্যায় বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত মুসলিম উম্মাহকে নিজেদের

জাহিলিয়্যাহ আর নেকড়ে রূপী আগ্রাসী কুফফারদের থাবা থেকে উদ্ধার করে এক করে এক পতাকার নিচে ঐক্যবদ্ধ করবে?

ইমাম বুখারী (রহ.) এর ‘‘আল আদাবুল মুফরাদ’’ বাংলা অনুবাদক মাওলানা মুসা উক্ত কিতাবের ‘‘নিবেদন’’ এ যা লিখেছেন আমরা তার থেকে প্রাসঙ্গিক একটা উদ্ধৃতি নিতে পারি।

‘‘জাহিলিয়াতের যে ধরণের অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহ তায়ালা নবী ও রসূলগণকে পাঠিয়েছিলেন, আজ পৃথিবী তদ্রুপ বরং তদাপেক্ষা অধিক জাহিলিয়্যাহ বিরাজমান। বিশ্ব পরিস্থিতি বাধ্য করেছে হযরত ঈসা (আ.) ও ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশের মুহূর্ত অতি নিকটবর্তী হয়তো। এটাই আমার বিশ্বাস। কারণ সর্বশেষ আসমানী কিতাবটি দীর্ঘদিন ধরে অকেজো থাকতে পারে না। কিতাবটির অনুবাদ ও প্রকাশনার মুহূর্তে আল্লাহর দরবারে মুসলিম উম্মাহর হেদায়েত এবং তাদের উত্থানের জন্য একজন বলিষ্ঠ রাহবার কামনা করছি।’’

- (আল আদাবুল মুফরাদ ‘‘নিবেদন’’ অধ্যায়, আহসান পাবলিকেশন, তারিখ- ২৫, রমজান ১৪২২ হিজরী-২২, ডিসেম্বর ২০০০ ঈসায়ী)

আজ বলিষ্ঠ রাহবারের প্রতিক্ষা করছে পুরো বিশ্ব। যেমন ভাবে হাদিসে এসেছে শতাব্দীকাল পরপর মুজাদ্দিদগণ আসবেন এবং দ্বীনকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। যেমন ভাবে হাদিসে এসেছে বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ী নেতার কথা, কাহতানীর কথা, মাহদীর ও ঈসা (আ.) এর কথা। অনুরূপভাবে হিন্দুস্থানের মুসলিমদের ঘারে চেপে বসে কন্ঠনালী রোধ করে একেবারে মেরে ফেলতে চাওয়া মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুত গাজওয়ার ঝান্ডা উড়িয়ে মুসলিমদের আশ্রয় ও উদ্ধার করতে হিন্দুস্থানবাসীও অপেক্ষা করছে একটি বলিষ্ঠ নেতৃত্বের। যে নেতৃত্ব আল্লাহর সাহায্য নিয়ে আসবে।

এমনই একজন নেতা ও ব্যক্তিত্বের আহ্বান আজ কোলাহল ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে। যিনি তার আনুগত্যের দিকে মুসলিমদের আহ্বান করছেন। পরিচয় দেন মুসলমিদের ইমাম ও আমীর হিসেবে। তিনি হলের মাহমুদ বিন আব্দুল কাদির। ইমাম মাহমুদ হিসেবেও প্রসিদ্ধ।

ইমাম মাহমুদের পরিচয়

আল মাহমুদ জুয়েল বিন আব্দুল কাদির বিন আবু হোসেন বিন আব্দুল গফুর বিন আব্দুল বাকী। অধীবাসী নাটোর জেলা। যেটাকে হাদিসে দূর্গম নামে উল্লেখ করা হয়েছে। নাটোরের প্রাচীন নাম 'নাতোর', অনেক সময় 'নাদোর'ও উচ্চারিত হতো। যার অর্থ দূর্গম। দেখুন বিভিন্ন জেলার প্রাচীন নামসমূহ।

ইমাম মাহমুদের আত্মপ্রকাশের সময়কালের প্রতি হাদিসের ইঙ্গিত

১. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ রসূল (সা.) আমাদের থেকে হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। কাজেই আমি যদি সেই যুদ্ধের নাগাল পেয়ে যাই। তাহলে আমি তাতে আমার জীবন ও সম্পদ ব্যয় করে ফেলবো। যদি নিহত হই, তাহলে আমি শ্রেষ্ঠতর শহীদের অন্তর্ভুক্ত হব। আর যদি আমি ফিরে আসি তাহলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রাপ্ত আবু হুরাইরা হয়ে যাবো। *(সুনানে নাসায়ী, খন্ড – ৬, পৃঃ ৪২)*

২. হযরত হুযাইফা (রা.) বলেছেন, আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আল্লাহর রসূল (সা.) এমন একটা ফিতনাও বর্ণনা করতে বাদ রাখেননি যেগুলো পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত হবে এবং তার নেতৃত্বদানকারীর সংখ্যা তিনশো বা আরো বেশী হবে। নবীজি (সা.) প্রতি ফিতনার আলোচনাকালে তার নেতার নাম, নেতার পিতার নাম, গোত্রের নাম উল্লেখ করেছেন। *(সুনানে আবু দাউদ; মাহদী ও দাজ্জাল, আসেম ওমর পৃঃ ৩৯৬)*

৩. আবু হুযাইফা (রা.) বলেন, আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আমি জানিনা আমার এই বন্ধুরা ভুলে গেছে নাকি স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ভুলে যাওয়ার ভান ধরে আছে। আল্লাহর কসম, আল্লাহর রসূল (সা.) কেয়ামত পর্যন্ত জন্মলাভ করবে এমন একজন নৈরাজ সৃষ্টিকারীর নাম উল্লেখ করতে বাদ রাখেন নি। তিনি (সা.) প্রতিজন নৈরাজ সৃষ্টিকারীর কথা উল্লেখ করার সময় আমাদেরকে তার নিজের নাম, তার পিতার নাম ও তার গোত্রের নাম বলে দিয়েছেন। *(সুনানে আবু দাউদ : কিতাবুল ফিতান)*

৪. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, "অবশ্যই অবশ্যই পৃথিবী ততোদিন ধ্বংশ হবে না, যতো দিন না মানুষ পাঁচজন শাসকের দেখা পাবে। যারা আল্লাহর দ্বীনকে যুক্তি করে ধ্বংস করতে চাইবে। আর তারা পাঁচ শাসকই এক সাথে পৃথীবিতে উপস্থিত থাকবে।" আমি (আবু হুরায়রাহ্) বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল (সাঃ) সে পাঁচ জনের পরিচয় কী? তিনি (সাঃ) বললেন, "তাদের একজন এই পবিত্র ভূমিতে আসবে। যার নাম হবে আমার নামের মতো। সে আরবের দ্বীনকে হাস্যকর বানাবে। আর অভিশপ্ত জাতিকে বন্ধু বানাবে। দ্বিতীয়জন বিশ্বশাসক হবে। আর মুসলমানদের নিয়ে ষড়যন্তে লিপ্ত থাকবে। তৃতীয়জন হিন্দুস্তানের বাদশাহ্। সে বন্ধু অঞ্চলের মুসলমানদের নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করবে। চতুর্থ জন হিন্দুস্তানের দ্বিতীয় বাদশাহ্। যে মুসমানদের হত্যার শপথ নিয়ে শাসন ক্ষমতায় আসবে। আর মুসলিম হত্যায় সে উন্মাদ হয়ে পড়বে। পঞ্চম জন হবে একজন নারী শাসক। সে শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়ে বা'আল দেবতার ইবাদত বৃদ্ধি করবে। সে মুশরিকদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, আর মুসলমানদের হত্যা করবে। অথচ সে হবে মুসলমান। তখন দেখবে সেখানকার দুর্গম অঞ্চলের এক দূর্বল বালক তাদের ষড়যন্ত্রের সমাপ্তী ঘটাবে এবং মুমিনদের বড় বিজয় আনবে।"*(আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, ১৭৫; কিতাবুল আকিব, ১৭২)*

৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত- রসূল (সা.) বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না পাঁচটি শাসকের আত্মপ্রকাশ হয়। যারা সর্বক্ষণে ইসলাম ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবে। আমি বললাম, তারা কি মুশরিক হবে? তিনি (সা.) বললেন, না, তাদের দুইজন মুসলিম যাদের একজন তোমাদের এ ভূমিতেই জন্ম নিবে। যার নাম আমার নামের অনুরূপ। আর একজন নারী শাসক হবে। হিন্দুস্থানের পূর্ব অঞ্চলে সে ক্ষমতায় এসে পূর্বপুরুষের মূর্তি পূজা বৃদ্ধি করবে। *(আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, ৯৭; কিতাবুল আকিব, ৭৯)*

৬. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রসূল (সাঃ)'কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের আদেশ দিয়েছেন মুশরিকদের তোমরা বন্ধু

রূপে গ্রহণ করো না। অথচ এমন একটি সময় আসবে যখন মুসলমান আঞ্চলের দু'জন শাসক মুশরিকদের প্রকৃত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আল্লাহর রাসুল (সাঃ), তাদের চেনার উপায় কী?' তিনি বললেন, "তাদের এক একজন আরব ভূমি শাসন করবে। আর একজন নাসারা বিশ্ব শাসন করবে। আর তিন জন হিন্দুস্তান ভুখন্ডের হবে। তাদের একজন হবে নারী।" জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসুল (সাঃ), হিন্দুস্তানের শাসকরা কী মুসলমান হবে?' তিনি বললেন, "না। বরং একজন মুসলিম নারী শাসক হবে। কিন্তু তার সকল কর্ম হবে মুশরিকদের নিয়ে।" *(কিতাবুল আকিব, ২৯৮)*

৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না মানুষ আবার বা'আল দেবতার পুজা করবে। যেমন আল্লাহর নাবী ইলিয়াস (আ.) এর সময় করেছিল। *(কিতাবুল ফিরদাউস, ৮০৮)*

৮. হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসবে যখন তারা বছরে দু-একবার বিপর্যস্ত হবে। যার একটি শুরু হবে বায়ু দ্বারা। মুশরিকদের দূর্গ ক্ষতিগ্রস্থের মাধ্যমে। আর শেষ হবে দূর্ভিক্ষের মাধ্যমে। আর এই দূর্ভিক্ষ শেষ হতেই মুশরিকরা একটি ফিতনা সৃষ্টি করবে। যার মোকাবেলার জন্য হিন্দুস্থানের পূর্ব অঞ্চল থেকে একদল মুসলিম ধাবিত হবে। কিন্তু মুশরিকরা তাদের এমনভাবে হত্যা করবে যেমনভাবে তোমরা এক নির্দিষ্ট দিনে পশুগুলোর উপর আল্লাহর নাম স্মরণ করো। ফলে তারা পরাজিত হবে। অনুরূপ, আর একটি মুসলিম দল মুশরিকদের দিকে ধাবিত হবে। তাদের সঙ্গে আল্লাহর সাহায্য থাকবে। তারাই বিজয়ী। একথা তিনি (সা.) তিনবার বললেন। তারপর বললেন, তাদের নেতা হবে দূর্বল। আহ্, প্রথম দলটির জন্য কতই না উত্তম হতো যদি তারা তাদের নেতাকে গ্রহণ করত। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (সা.) তারা তাদের নেতাকে গ্রহণ করবে না কেন? তিনি (সা.) বললেন, সে সময় তারা নিজেরাই নিজেদেরকে যোগ্য মনে করবে। *(আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ্, ১১৯)*

ইমাম মাহমুদ সম্পর্কিত হাদিস সমূহ

১. হযরত ফিরোজ দায়লামি (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আখেরী জামানায় ইমাম মাহদীর পূর্বে ইমাম মাহমুদ এর প্রকাশ ঘটবে। সে বড় যুদ্ধের শক্তির যোগান দেবে। তার জামানায় মহাযুদ্ধের বজ্রাঘাতে বিশ্বের অধবঃপতন হবে এবং বিশ্ব এই সময়ে ফিরে আসবে। সে তার সহচর বন্ধু সৌভাগ্যমানকে সাথে নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করবে – যে বেলাল ইবনে বারাহ্ এর বংশধর হবে। তোমরা তাদের পেলে জানবে ইমাম মাহদীর প্রকাশের সময় হয়েছে। *(আসরে যুহরি, ১৮৭ পৃঃ; তারিখে দিমাশাক, ২৩৩ পৃঃ; ইলমে তাসাউফ, ১৩০ পৃঃ; ইলমে রাজেন, ৩১৩ পৃঃ; বিহারুল আনোয়ার, ১১৭ পৃঃ)*

عَنْ عَلِي اِبْنُ اَبِي طَالِبُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَاْتِيْ عَلَي الْمُسْلِمُوْنَ زَمَانٌ هِنْدِ مُشْرِكِيْنَ يَكْثَرُ ظَالِمِيْنَ اَسَّاعَةِ هِنْدِ مِنَ الْمَشْرِقُ بَلَدَا وَاحِدُ يُخْرِجُ اَمِيْرًا يُقَالُ لَهُ مَحْمُوْدٌ وَيُقَالُ اَبِيْ لَهُ قَدِيْرٌ وَتَرَ كَثْرُ ضَعِفَا وَالَّتِيْ غَزْوَةُ الْهِنْدِ يَفْتَحُ اللهُ مُسْلِمُوْنَ.

آخر الزمان المهدي في العلامة القيامة: باب: غزوة الهند ـ ٢٣٠

২. হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন, অচিরেই হিন্দুস্থানের মুশরিকরা মুসলমিদের প্রতি নির্যাতন বৃদ্ধি করবে। সে সময়ে হিন্দুস্থানের পূর্ব অঞ্চল থেকে একজন নেতার প্রকাশ ঘটবে। যার নাম হবে মাহমুদ। পিতার নাম ক্বদির। সে দেখতে খুবই দূর্বল হবে। তার মাধ্যমে আল্লাহ হিন্দুস্থানের মুসলিমদের বিজয় দান করবেন। *(আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, ২৩০; কাশফুল কুফা, ২৬১)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ عَلَى الْمُسْلِمِوْنَ الْعٰلَمِيْنَ اَكْثَرُ الظَّالِمُوْنَ يَهُوْدَ وَالنَّصَارَي اِيَّا لَقِيْهِمْ قُوَّمِنَ الْخُرَاسَانِ وَكَذَالِكَ هِنْدِ الْمُشْرِكِيْنَ ظَالِمًا كَثِيْرَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَسَّاعَةِ قَرِيَةِ الْمَشْرِيْقَ هِنْدِ ذٰلِكَ اِسْمُ الْعُسْرَا مِنَ الْبَلَدِ وَذٰلِكَ يُخْرِجُ شَابٌّ ضَعِفًا اِسْمُهُ مَحْمُوْدٌ وَاَبِيْ اِسْمُ عَبْدِيْلَ وَاَتِي إِمَامَهُ مُسْلِيْمُوْنَ فَتْحُ الْهِنْدَ.

آخر الزمان المهدي في العلامة قيامة: باب: غزوة الهند ـ٢٣٢

৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের মুসলমানদের উপর ইহুদী–নাসারাগণ অত্যাচার বৃদ্ধি করে দিবে। তখন কেবল খোরাসানীরাই তাদের মোকাবেলায় সুদৃঢ় থাকবে। এরূপ হিন্দুস্থানের মুশরিকরাও মুসলিমদের প্রতি নির্যাতন বৃদ্ধি করে দেবে। সে সময়ে হিন্দুস্থানের পূর্ব ভূখন্ডের দূর্গম নামক একটি অঞ্চল থেকে একজন দূর্বল বালকের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। যার নাম হবে মাহমুদ। তার পিতার নাম আব্দুল। সে মুসলিমদের নেতৃত্ব দিয়ে হিন্দুস্থান বিজয় করবে। *(আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, ২৩২)*

৪. হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রসূল (সাঃ)- বলেছেন, শেষ জামানায় ইমাম মাহমুদ ও তার বন্ধু সাহেবে কিরান বারাহর প্রকাশ ঘটবে। আর তাদের মাধ্যমে মুসলমানদের বড় বিজয় আসবে। আর তা যেন মাহদীর আগমনের সময়। *(কিতাবুল ফিরদাউস, ৮৭২)*

৫. হযরত আনাস (রা.) বলেন, একদা রসূল (সাঃ) এর এক মজলিসে আমি আর বিলাল (রা.) বসা ছিলাম। সে সময়ে আল্লাহর রসূল (সা.) বিলাল (রা.) এর কাধে তার ডান হাত রেখে বললেন, হে বিলাল! তুমি কী জানো? তোমার বংশে আল্লাহ এক উজ্জ্বল তারকার জন্ম দিবেন, যে হবে সে সময়ের সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যাক্তি। অবশ্যই সে একজন ইমামের সহচর হবে। রাবি বলেন, সম্ভবত রসূল (সাঃ) বলেছেন, সেই ইমামের আগমন ইমাম মাহদীর পূর্বেই ঘটবে। *(আসারুস সুনান, ৩২৪৮)*

৬. সাহল ইবনু সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন, অচিরেই পূর্ব দিকে এক ফিতনার সৃষ্টি হবে। আর তা হবে মুশরিকদের দ্বারা। তখন মুমিনদের একটি দল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয় আনবে। আর তাদের সেনাপতি হবে ঐ সময়ের সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সাহেবে কিরণ! আর তাদের পরিচালনা করবে একজন ইমাম। যার নাম মাহমুদ। অবশ্যই তারা মাহদীর আগমন বার্তা নিয়ে আসবে। (তারিখুল বাগদাদ, ১২২৯)

৭. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন, মাহদীর পূর্বে এক জন ইমামের আর্বিভাব হবে আর তার নাম হবে “মাহমুদ”। তার পিতার নাম হবে আব্দুল। সে দেখতে হবে দুর্বল, আর তার চেহারায় আল্লাহ মায়া দান করবেন। আর তাকে সে সময়ের খুব কম লোকই চিনবে। অবশ্যেই আল্লাহ সেই ইমাম ও তার বন্ধু -যার উপাধি হবে সাহেবে কিরণ তাদের মাধ্যমে মুমিনদের একটা বিজয় আনবেন। *(ইলমে রাজেন, ৩৪৭; কিতাবুল ফিরদাউস, ৭৫৪; ইলমে তাসাউফ, ১২৫৩)*

৮. বুরায়দা (রাঃ) হতে বর্ণিত - তিনি বলেন, আমি রসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, খুব শীঘ্রই মুশরিকরা তাদের বন্ধু অঞ্চলের মুসলমানদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি করে দেবে আর নির্বিচারে হত্যা করবে। তখন সেখানকার দূর্গম নামক অঞ্চল তথা বালাদি লিল উছরো থেকে একজন দুর্বল বালক তাদের মুকাবিলা করবে। আর তার নেতৃত্বেই মুমিনদের বিজয় আসবে। রাবি. বলেন, তিনি আরো বলেছেন, তার একজন বন্ধু থাকবে যার উপাধী হবে সৌভাগ্যবান। *(আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, ১৭৯১; আসারুস সুনান, ৮০৩)*

৯. হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা.) বলেছেন, অবশ্যই অবশ্যই হিন্দুস্থানের পূর্ব অঞ্চল থেকে এক দূর্বল নেতার প্রকাশ ঘটবে। যার নাম মাহমুদ। যার পিতার নাম ক্বদির। তিনি মুসলমানদের পক্ষে হিন্দুস্থানের মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিবেন। *(আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, ২২৮; আস সুনানু ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, ১২৫৮; কিতাবুল ফিরদাউস, ১৭৩৫)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ عَلَى الْمُسْلِمُوْنَ اَكْثَرُ ظَالِمِيْنَ هِنْدِ الْمُشْرِكِيْنَ اَسَّاعَةِ مِنَ الْمَشْرِقُ بَلَدِ الْهِنْدِ ذٰلِكَ يُخْرِجُ جَمَعُوْ مُسْلِمًا اَلَّذِي اَجُرَّ ذٰلِكَ شَابٌّ ضَعِفِ وَاِسْمُ مَحْمُوْدٌ وَاِسْمُ لَقَبِ حَبِيْبِ اللهِ وَفَتْحُ الْهِنْدِ بَعدَ اِلَي بَيْتِ اللهِ نَسْعَي فَقَالُ يَا رَسُوْلُ اللهِ مَنْ بَيْتِ اللهِ نَسْعَي مَا اَلسَّاعَةِ بَيْتِ اللهِ بِيَدِ يَهُوْدَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ بَلَا وَاَتِي بَايِعُنَ خَلِيْفَةَ اللهِ الْمَهْدِيَ.

آخر الزمان المهدي في العلامة قيامة: باب: غزوة الهند ـ ٢٣١

১০. হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, ভবিষ্যতে হিন্দুস্থানের মুশরিকরা মুসলমানদের উপর খুবই নির্যাতন বৃদ্ধি করবে। তখন হিন্দুস্থানের পূর্ব অঞ্চল থেকে একটি মুসলিম জামাতের প্রকাশ ঘটবে। যাদের নেতৃত্ব দেবে এক দূর্বল বালক। তার নাম হবে মাহমুদ। যার উপাধী হবে হাবীবুল্লাহ। তিনি হিন্দুস্থান বিজয় করে কাবার পথে ধাবিত হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রসূল (সা.) সে কাবার পথে ধাবিত হবে কেন? সে সময়ে কি কাবা গৃহ ইহুদি- খ্রিস্টানদের দখলে থাকবে? তিনি (সা.) বললেন, না। বরং সে খলিফা মাহদীর নিকট বায়াত নিতে আসবে। *(আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, ২৩১; কিতাবুল আকিব, ১২৫৬; কাশফুল কুফা, ৭৩২; আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, ১৭০৩)*

عَنْ حُذَيْفَةَ بِنْ اليَمَانْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول، آخِرُ الزَّمَانُ قَبْلَ يُخْرِجُ مَهْدِيَّ مِنَ الْمُلْكًا مَشْرِقَ الْهِنْدِ ذٰلِكَ يُخْرِجُ اَمِيْرًا وَعُسْرًا اِسْمُ بَلَدًا نَضٰجَ اَهْلُ الْقَرْيَةً اِسْمُهُ مَحْمُوْدٌ وَأَبِي اِسْمُ قَدِيْرً وَاُمٌّ اِسْمُهُ سَهَرَاةٌ وَهِنْدِ الْفَتْحُ الْبِيَدِه.

آخر الزمان المهدي في العلامة قيامة

১১. হজরত হুযাইফা বিন ইয়ামান রা: থেকে বর্ণিত, আমি রসূল সা. কে বলতে শুনেছি, শেষ জামানায় মাহদির পূর্বে, হিন্দুস্তানের পূর্বদেশ হতে একজন আমীরের (নেতা) প্রকাশ হবে এবং দুর্গম নামক অঞ্চলের, পাকা নামের জনপদের অধিবাসী হবে। তার নাম মাহমুদ ও তার পিতার নাম কাদের ও তার মাতার নাম সাহারাহ হবে এবং তার হাতে হিন্দুস্তানের বিজয় হবে।
(আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ)

ইমাম মাহমুদের বক্তব্য

শনিবার, ২৩শে মে, ২০২০

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আমাদের প্রতিপালক ও স্রষ্টা। ছলাত ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত এবং বিশ্ব মুসলিমদের অনুসরণীয় নেতা মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর।

অতপর, বিশ্ব মানবতা আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে। মুসলিম উম্মাহ আজ হুমকির মুখে। যারাই আজ বিশ্ব শান্তির প্রতিষ্ঠার কথা বলে মুখে বড় বড় বুলি ঝাড়ছে, ঠিক তারাই আজ বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর বুকে খুন ঝড়াচ্ছে। মুসলিম উম্মাহর লাশ আর রক্ত নিয়ে হলি খেলছে বিশ্বের ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী শক্তিরা। সেই খেলার শিকার হয়েছে আফগান, ফিলিস্তীন, সিরিয়া, ইরাক, মিয়ানমারের রোহিঙ্গা, এমনকি কাশ্মীর, আসামসহ ভারতের প্রতিটি অলি-গলিতে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী মুসলিমরা। যার আজ কিছু সংবাদ মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌছে। আর বেশ সংখ্যক প্রায় ৯৫% সংবাদ আমাদের নিকট পৌছে না।

আপনারা জানেন, ব্যক্তিগত, ধর্মীয় মত নিয়ে ইহুদী-খ্রীষ্টানদের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। বিরোধ রয়েছে মুশরিকদের সঙ্গে, নাস্তিকদের সঙ্গে। কিন্তু ইসলাম ও মুসলিম ধ্বংসের জন্য তাদের সকলের মত এক এবং অভিন্ন। সুতরাং, এ সকল ইসলাম বিরোধী শক্তিরা কখনো কোন দিনও চায় না যে, দ্বীন ইসলামের আলো জ্বলে উঠুক। কাজেই বিশ্ব মুসলিমদেরকে তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কৌশলে হত্যা করেছে। তাদের এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র আর হত্যাকান্ড এমন আকার ধারণ করেছে যে, সারা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর জীবন-যাপন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। তারই ধারাবাহিকতায় হিন্দুস্থানের মুশরিক মালাউনরা আজ মুসলিমদের কণ্ঠনালী চেপে ধরেছে। তারা চায় মুসলিমরা যেন আল্লাহর জমিনে থেকে এক আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ত্ব ঘোষণা না করতে পারে। তার বহু দৃষ্টান্ত আপনারা পেয়েছেন। তার মধ্যে একটি ২০২০ সালের শুরুতেই ঘটে যাওয়া ২৩, ২৪ তারিখ, ফেব্রুয়ারী মাসের একটি ঘটনা। যখন হিন্দুস্থানের মুশরিক মালাউনরা তাদের বিদেশী প্রভু

ট্রাম্পকে আমন্ত্রণ করে ভারতবর্ষে নিয়ে আসে তখন ভারতের উগ্রবাদী ও কুখ্যাত সন্ত্রাস কমান্ডার নরেন্দ্র মোদী মুসলমানের লাশ ও রক্ত এমনকি মসজিদ পুড়িয়ে তাদের প্রভু ট্রাম্পকে অভ্যার্থনা জানিয়েছিল। এসব দেখেও যখন ইসলাম বিরোধী কুফফারদের তৈরী করা ফাঁদ তথাকথিত জাতিসংঘ চুপ তখন অবশ্যই মুসলমানদের রক্তের এই ঋণ আমরা কড়ায় গণনা করে মোদীকে ফেরত দেব ইংশাআল্লাহ। কেননা, আমরা মুসলিম। আমাদের আদর্শ নেতা ও আল্লাহর প্রেরিত শেষ ও সর্বশ্রেষ্ট রসূল মুহাম্মাদ (সা.) এর অনুসারী। আমরা বাতিলের কঠোর আঘাতের মুকাবেলা করতে জানি। আপনারা অবগত আছেন যে, দিনে দিনে এই সকল উগ্রবাদী মুশরিক মালাউনদের অত্যাচার এতই বেড়েছে যে, মুসলিমরা সহ অমুসলিমরাও নিজের অজান্তেই পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ৭৫ নং আয়াতের সমর্থনে বলছে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! এই জালিম অধিবাসী জনপদ থেকে আমাদেরকে অন্যত্র নিয়ে যাও। তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের অভিভাবক করো এবং তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের সাহায্যকারী কর।’

প্রিয় দ্বীনি ভাই ও বোনেরা! সেই মুহূর্তে মুসলিমসহ সাধারণ মানুষদের এ সকল আর্তনাদ শোনা যায়। তখন আমরা মুসলিমরাই পড়ে আছি নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন মতবিরোধ নিয়ে। আমরা খোজ করছি কে কোথায় হাত বাঁধছে। আর কে কোথায় বাঁধছে না, তা নিয়ে। কারা চিল্লা করছে আর কারা তা করছে না, তা নিয়ে। আমরা মুসলিমরাই বিভক্ত হয়ে গেছি বিভিন্ন দল, মত ও গোত্র নিয়ে। আর অপেক্ষায় আছি আমাদের দলীয় নেতা কী বলেন। আমাদের দলটাই সঠিক এই ধারণা নিয়ে। অথচ মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ ﴿٥٢﴾ فَتَقَطَّعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾

‘তোমাদের এই যে জাতি তাতো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক অতএব আমাকে ভয় কর। কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে তাদের দ্বীনকে বহুভাগে বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত।’ *(সূরা আল-মু'মিনূন, আয়াত ৫২-৫৩)*

আর এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক। প্রতিটি দল, গোত্রের মধ্যে কিছু না কিছু ভুল থাকবে। যদি তা নাই হতো, তবে তারাই হতো পরিপূর্ণ ইসলামের সঠিক পন্থী। আর এত দিনে তাদের মাধ্যমেই জ্বলে ওঠতো দ্বীন ইসলামের উজ্জ্বল আলো। কেননা মহান আল্লাহ তায়ালা অত্যাচারী কুফফারদের চ্যালেন্জ করে বলেন,

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ الْكَٰفِرُونَ ﴿٨﴾

'তারা আল্লাহর নূর (ইসলাম) ফুঁৎকারে নিভাইতে চায় কিন্তু আল্লাহ তাহার নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করিবেন। যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।' *(সূরা আছ-ছফ, আয়াত ০৮)*

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা ইসলাম বিরোধী শক্তিকে চ্যালেন্জ করেছেন। কুফফারা যতই খুন, গুম এবং ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করুক না কেন, আল্লাহর জমিনে মহান আল্লাহর দ্বীন ইসলামের আলো পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেনই। সেহেতু আল্লাহর এ ওয়াদা চিরন্তন সত্য। আর তা প্রতিফলিত হয়েছে আজ থেকে প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে। কিন্তু আফসোস আমাদের জন্যই। আমরা তা ধরে রাখতে পারিনি। কেননা, মহান আল্লাহ তা'আলা যেই একটি শর্তের উপর পৃথিবীতে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে আমাদেরকে তার উত্তরাধীকারী করার এবং মুসলিম সহ সকল সাধারণ মানুষদেরকে অত্যাচারী কুফফারদের থেকে নিরাপদ স্থানের ওয়াদা দিয়েছেন, সেই শর্তটি মুসলমানগণ রাখতে পারেনি। যার কারণে মুসলিমদের সেই উত্তরাধীকারী আজ কাফের মুশরিকদের দখলে। আর মুসলমানগণ হচ্ছে নির্যাতিত, নিপীড়িত।

মহান আল্লাহ তা'আলা সেই শর্তটি দিয়েছিলেন তা হল, আমাদের মজবুত ঈমান নিয়ে সৎকাজ করে যেতে হবে এবং সেই ঈমান ও সৎকাজের মধ্যে বিন্দু মাত্র শির্ক থাকবে না। মহান আল্লাহ তা'আলার ভাষায় বলেন,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِى ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ ﴿٥٥﴾

‘তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ তাহাদেরকে ওয়াদা দিতেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন; যেমন তিনি দান করিয়াছিলেন তাহাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাহাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাহাদের দ্বীনকে যা তিনি তাহাদের জন্য পছন্দ করিয়াছেন এবং তাহাদের ভয় ভীতির পরিবর্তে তাহাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করিবেন। তাহারা আমার ইবাদত করিবে, আমার কোন শরীক করিবে না। অতপর যাহারা অকৃতজ্ঞ হইবে তাহারা তো সত্য ত্যাগী।’ *(সূরা আন-নূর, আয়াত ৫৫)*

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, উক্ত আয়াতে ইমানের পর সৎকর্ম বলতে মুসলিমরা শুধু নামাজ রোজাকেই ধরে নিয়েছে। অথচ, মহান আল্লাহ তা’আলা এ একটি কথার মধ্যে পরিপূর্ণ ইসলামকে যুক্ত রেখেছেন। আমরা যদি শুধু নামাজ রোজাই পালন করি অথচ নিজেদের জীবন, পরিবার ও সমাজকে পরিপূর্ণ ইসলামের আলোকে সাজাতে পারি নাই। যার দরুণ দিনে দিনে সমাজ হয়ে পড়েছে কলুষিত। ফলে আমাদের নামাজ রোজাতে সঠিক ফল দিচ্ছে না। আজ মুসলিমরা নিজেরাই বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে আছে। একদল অন্য দলকে প্রতিহত করে জাতির সামনে নিজেদের দলটাকে সঠিক প্রমাণের জন্য নানামুখী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে আছে। আর দলের কর্মীদের অন্তরে বীজ বপন করছে হিংসার। ফলে তারা এক সময় ভুলে যায় এক মুসলমান অপর মুসলমানের আয়না স্বরূপ। মুসলমান মুসলমানের ভাই ভাই। দিনে দিনে এমন একটি সময় আসে যখন তাদের মস্তিষ্কে এ কথা কাজ করে যে, একমাত্র তারাই কেবল সঠিক দল। আর অন্য সবগুলো বাতিল ফেরকা।

তারা একে অপরে বিপক্ষে ফতোয়া দেয়। এমনকি তাকফির করতেও দ্বিধাবোধ করে না। আবার দ্বীনি দাওয়াতী কাজে এমন দলকে দেখা যায়, যারা শুধু যুদ্ধকেই ইসলামের মূলনীতি হিসেবে অন্তরে লালন করে। আবার এমনো কিছু দল আছে যারা শুধু দ্বীনি দাওয়াতী মেহনতকেই অগ্রাধিকার দেয়। তারা জিহাদ সহ দ্বীনের অন্যান্য বিষয়কে একেবারে পাশ কাটিয়ে যায়। অথচ ইসলাম আমাদের পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মহান আল্লাহ তা’আলা বলেন,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِۦ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَٰمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

"...আজ তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পন্ন করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।" *(সূরা মায়িদা, আয়াত ০৩)*

আর এই পরিপূর্ণ দ্বীন ইসলাম থেকে কম বেশি করার কোন সুযোগ নেই। এমনকি কেহ যদি নিজের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী একটা দল তৈরি করে এবং পরিপূর্ণ ইসলাম তথা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে নিজেদের মনমতো কিছু কর্মনীতি নিয়ে কোন কোন পথ অবলম্বন করে তাদের জন্যও রয়েছে মহান আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ثُمَّ أَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَٰرِهِمْ تَظَٰهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَٰنِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَٰرَىٰ تُفَٰدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِى الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

"...তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ গ্রহণ কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং, তোমাদের মধ্যে যাহারা এরূপ তাহাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনের হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তাহারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হইবে। তাহারা যা করে আল্লাহ সে সমন্ধে অনবহিত নন।" *(সূরা বাকারাহ, আয়াত ৮৫)*

কাজেই আমাদের মধ্যে এমন একটি সময় বর্তমান, যখন কুফফার শক্তিরা নিজেদের মত বিরোধ ভুলে নিজেদের মধ্যে ঐক্য গঠন করেছে। সুতরাং, আমাদের জন্যও অতীব জরুরী যে, নিজেদের মধ্যে সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও মত

বিরোধ ভুলে বাতিল ও কুফফার শক্তির বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য গঠন করে তাদের মোকাবেলা করা। এ কথাও দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট, যে সকল ইসলামী দল রয়েছে সে দলগুলোর শীর্ষ নেতৃবৃন্দ অধিকাংশই আলেম। তারা সকলেই জানে একে অপরের সঙ্গে ঐক্যের পথ ও পন্থা। আর তারা ঐক্যের গুরুত্ব ও ফযিলত সম্পর্কেও অনবগত নহেন। কিন্তু তবুও কেন ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে না? সমস্যা কোথায়? সমস্যা হলো তাদের একদল অন্য দলের চেয়ে নিজেদের দলকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে। তাদের তৃণমূল পর্যায়ের নেতা কর্মীরা গর্ব করে এভাবে যে, অন্যান্য দলের নেতাদের থেকে আমাদের দলের নেতাগণই অধিক জ্ঞানী। আমরাই কর্মে অগ্রগামী ভূমিকা রাখি। সুতরাং, আমাদের দলটাই সেই ৭৩ দলের একটি। যেই দলটির ব্যপারে জান্নাতের ঘোষণা হয়েছে। আর আমরাই সেই দল যেই দলের ব্যপারে আল্লাহর রসূল (সা.) বলেন, "আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে লড়াই করবে। যার শেষ দলটি মরিয়ম তনয় ঈসা (আ.) এর সঙ্গী হয়ে দাজ্জালের সঙ্গে লড়াই করবে।" কাজেই তাদের কোন এক দল শির্ক-বিদআত বর্জনের ময়দান গরম বক্তব্য দিয়ে প্রমাণ করতে চায়, তারাই সেই হক দল। গরম বক্তব্য দিয়ে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে। আর সহীহ ছলাতের মধ্যে দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করছে। অথচ, জিহাদ নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। বড় বড় সার্টিফিকেট থাকার পরও ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এই কথাটি শুধু মুখের বুলি হিসেবে ব্যবহার করে যাচ্ছে। যার কোন কর্ম বাস্তবায়ন তারা করছে না।

ভেবে দেখুন! আমাদের জন্মস্থান বাংলাদেশের কথা, যেখানে শতকরা ৯০% মুসলমান রয়েছে। সেই দেশের প্রতিটি মোড়ে মোড়ে স্পষ্ট মূর্তি স্থাপন করা হচ্ছে। সেই মূর্তিকে মুসলমান দেশের প্রতিটি অফিস-আদালতে রাখা বাধ্যতামূলক করেছে। সেই মূর্তিকে সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে মূর্তির ইবাদত চালু করেছে। সেই দেশে এই মূর্তির বিরুদ্ধে কোন কথা না বলে জিহাদের আয়াতটি কিতাবের পাতা ভাজ করে গোপন রেখে নিরলস শির্ক-বিদয়াত বর্জনের বক্তব্য আর সহীহ ছলাতের শিক্ষা যারা দিয়ে যাচ্ছেন তাদের একটি বার স্মরণ করা উচিত ইব্রাহিম (আ.) এর কথা। যার ব্যপারে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرٰهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدٰوَةُ وَالْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُۥٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۖ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٤﴾

"তোমাদের জন্য ইব্রাহিম ও তাহার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তাহারা তাদের সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, তোমাদের সঙ্গে ও তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাহার ইবাদত কর তাহার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানিনা। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হলো শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য। যদি না তোমরা এক আল্লাহতে ঈমান আনো।" *(সূরা আল-মুমতাহিনাহ, আয়াত ৪)*

অন্যত্র মহান আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহিম (আ.) এর কথা ও কর্মকে আমাদের শিক্ষণীয় হিসেবে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করে বলেন,

وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنٰمَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ﴿٥٧﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾

"ইব্রাহিম বলল, শপথ আল্লাহর! তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলো সমন্ধে অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করিব। অতঃপর সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো মূর্তিগুলোকে তাহাদের প্রধানটি ব্যতিত। যেন তাহারা তাহার দিকে ফিরিয়া আসে।" *(সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৫৭-৫৮)*

অথচ আমাদের এই মুসলমানদের দেশ যখন মূর্তিতে পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে তখন একদল মুসলমান মসজিদগুলোকে বিশাল প্রাসাদ রূপে রুপান্তরিত করে। শত বিদ্যুৎ পাখা মসজিদে থাকা সত্ত্বেও এসি লাগিয়ে বিলাসিতা যুক্ত ইবাদতে মগ্ন হচ্ছে। আর খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসার অভাবে এদেশের বাজার, ফুটপাত, এমনকি এসকল প্রাসাদরূপী মসজিদগুলোর প্রবেশ দ্বারেও হাত পেতে দাড়িয়ে থাকছে কত ইয়াতীম–মিসকীন।

ধিক তোমাদের হে সুশীল সমাজ, ধিক তোমাদের হে সার্টিফিকেট ধারী বড় বড় আলেম সমাজ!

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, রসূল (সা.) বলেছেন, কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না যতক্ষণ না মানুষ মসজিদের ব্যপারে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। *(ইবনে খুমাইয়া – ২য় খন্ড, পৃঃ ২৮২; ইবনে হিব্বান – ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৪৯৩)*

হযরত আবু দারদা (রা.) বলেন, তোমরা যখন মসজিদগুলোকে সাজাবে ও কুরআনের কপিগুলোকে অলংকৃত করবে, তখন বুঝে নেবে তোমাদের ধ্বংস অবধারিত। *(কাশফুল কুফা, খন্ড-১, পৃঃ ৯৫)*

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন, যখন কোন জাতির পাপ বেড়ে যায় তখনই সমাজের মসজিদগুলো সুসজ্জিত হয়। আর দাজ্জালের প্রকাশের সময় ঘনিয়ে না আসা পর্যন্ত মসজিদগুলো সুসজ্জিত হবে না। *(আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৮১৯)*

হযরত আলী (রা.) বলেন, অদূর ভবিষ্যতে মানব জীবনে এমন এক জামানা আসবে যখন ইসলামের নাম আর কুরআনের শব্দ বাক্য ছাড়া কিছুই থাকবে না। তারা তাদের মসজিদগুলোকে প্রাসাদ বানাবে বটে। কিন্তু সেগুলো আল্লাহর স্মরণ থেকে শূণ্য থাকবে। সে যুগের অধীবাসীদের মধ্যে তাদের আলেমগণই হবে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ। তাদের থেকেই ফিতনার উদ্ভব ঘটবে, আবার তা তাদেরই দিকে ফিরে যাবে। *(তাফসীরে কুরতবী, ১২তম খন্ড, পৃঃ ২৮০; সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত ২৬)*

আমার কথায় কেহ বিদ্রোহ খুজবেন না। আমার কথাশুনে আমার বিরুদ্ধে ফতোয়া ও তাকফির দেওয়ার পূর্বে একটি বার স্থির হয়ে ভাবুন আল্লাহর কাছে কী জবাব দেবেন হাশরের মাঠে? আমি আলেমদের বিরোধী নই। আমি হকপন্থী আলেমগণকে মহব্বত ও শ্রদ্ধা করি। অবশ্যই আমি একথা বিশ্বাস করি যে, এ সকল হকপন্থী আলেমগণই আল্লাহর রসূল (সা.) এর দ্বীনের দায়ী ও ওয়ারিশ। কিন্তু যারা নবী (সা.) এর ওয়ারিশ দাবী করে নাম ভাঙ্গিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত দল তৈরি করে, মুসলিমদের সামনে ইসলামী দল নামে উপস্থাপন করেছেন। তাদের ব্যপারে মুসলমানদের সতর্ক হওয়া উচিত। যাদের মধ্যে এমনও কতক দল আছে যারা শুধু যিকির-মাহফিল নিয়ে পড়ে আছেন। আবার তাদের মধ্যে এমনও

দল আছে তারা শুধু দ্বীনি দাওয়াতের মেহনত নিয়েই পড়ে আছেন। ইসলাম যে একটি জীবন ব্যবস্থা সে বিষয়ে তাদের কোন চিন্তা চেতনাও নেই। আর তারা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য বাতিল শক্তির ভয়ে নিজেরা তো জিহাদ থেকে গা ঢাকা দিয়েছেই তার সঙ্গে সাধারণ মুসলমানদেরকেও ধোঁকা দেবার জন্য এখন জিহাদ, যুদ্ধ নেই বলে প্রচারণা চালাচ্ছেন। অথচ,

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন, জিহাদ অব্যাহত থাকবে, আল্লাহ যেদিন আমাকে প্রেরণ করেছেন, সেই দিন থেকে শুরু করে আমার শেষ উম্মতটি দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করা পর্যন্ত। কোন জালিম শাসকের জুলুম ও সৎশাসকের সুবিচার কোন কিছুই তাকে থামাতে পারবে না। *(সুনানে আবু দাউদ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ১৮)*

কাজেই একমাত্র নিজের দলকেই সঠিক দল বা রসূল (সা.) এর ঘোষিত সেই জান্নাতি দল ভেবে গর্ব অহংকারের কোন সুযোগ নেই। কেননা, সেই চিন্তা ভাবনাটিই আজ মুসলমানদের ঐক্য গঠনের বড় বাধা। কারণ যখন কোন দল নিজেদেরকেই সেই জান্নাতি হক দল ভেবে গর্ব অহংকারে বুক ফুলিয়ে রাখে তখনই অন্যান্য দলগুলো তার নিকট তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য মনে হয়। ফলে যখনই তাদের নিকট কোন দলের ঐক্যের প্রস্তাব আসে তখনই সেই দল থেকে উত্তর আসে, হ্যা, ঠিক আছে সব মেনে নিলাম। কিন্তু এই ঐক্যের আমীর আমাদের দলের নেতা।

একটু ভেবে দেখুন, এরূপ ভাবে যদি প্রত্যেক দলই সব মেনে নেয়। আর তাদের মূল দাবী থাকে এটা (আমীরের) তাহলে ঐক্য কীভাবে হবে? এমনই পরিস্থিতির স্বীকার আজ মুসলিম সংগঠনগুলো। আমি বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলামী দলগুলোর কথা বলছি। যার দরুণ আজ মুসলমান বিভিন্ন দল গোত্রে বিভক্ত হয়ে গেছে। ফলে তারা সকলেই বিপদের মধ্যে পড়ে আছেন। কেহই বাতিলের বিপক্ষে লড়াই করে বিজয় আনতে পারছে না। মহান আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

“তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করিবে ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করিবে না। করিলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হইবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।” *(সূরা আনফাল, আয়াত ৪৬)*

ঠিক মুসলিম উম্মাহর আজকে সেই অবস্থা হয়েছে। তারা তাদের সাহস-শক্তি উভয়ই হারিয়ে ফেলেছে। অতএব, যতক্ষণ মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য না হচ্ছে, ততক্ষণ বাতিলের উপর বিজয় অর্জন করা অসম্ভব। আর ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের মাঝে ঐক্য হবে না, যতক্ষণ না সেই সমস্যার সমাধান ঘটে। আর সেই সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ হল কোন মানব রচিত ইসলামী নাম লাগানো সংগঠন নয়। কোন ব্যানার কিংবা মিছিল-মিটিং ও অগ্রগামী ভূমিকা পালন কারী ইসলামী নাম লাগানো কোন দল বা নেতা নয়।

ইসলাম ও মুসলিমদের এই ক্লান্তিকালে সকল হকপন্থী ইসলামী দলকে এক পতাকার নিচে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডিন করা একমাত্র আল্লাহর মনোনীত নেতার মাধ্যমেই সম্ভব। কেননা, বিজয় মুমিনদেরই। মহান আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

“তোমরা হীনবল হইওনা এবং দুঃখিতও হইওনা। তোমরাই বিজয়ী, যদি তোমরা মুমিন হও।” *(সূরা আল-ইমরান, আয়াত ১৩৯)*

অতএব, যখন কোন আল্লাহর মনোনীত নেতা বা ওয়ালী/নাছির এর প্রকাশ ঘটে, তখন মানুষ ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। যার একদল সেই নেতার আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নিকট পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ করে। আর একদল বাতিল/তাগুতের পক্ষ নিয়ে সেই নেতাকে প্রতিহত করার ব্যর্থ চেষ্টায় মেতে ওঠে। যার দৃষ্টান্তও আমরা ইতিহাসের পাতা ওল্টালেই দেখতে পাই। কাজেই যখন সত্যের আহ্বান নিয়ে কোন ওয়ালী/নাছির এর প্রকাশ হয় তখন তার সংস্পর্শে/কাছে না গিয়ে তাকে মিথ্যা বলে অ্যাখ্যায়িত করা কতটুকু যুক্তির সঙ্গত বলে মনে হয়? অবশ্যই তা একটু স্থির হয়ে ভেবে

দেখাটা খুবই জরুরী। অতঃপর মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকেই স্থির বুদ্ধি খাটিয়ে সত্য-মিথ্যা বোঝার তাওফীক দান করুন।

পরিশেষে সকলের সুস্বাস্থ্যতা এবং বারাকাত ও কল্যাণের সহিত জীবন-যাপনের দু'আ প্রার্থনা করে আমি আমার আলোচনার ইতি টানছি।

হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসাসহ পূত পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই, তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমারই সমীপে তাওবা করছি। *(নাসায়ী-১৭৩)*

লেখকের বক্তব্য

উপরোল্লিখিত পরিবেশ, প্রতিবেশ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অবস্থা বিবেচনায় এবং হাদিসে বর্ণিত নেতার বিষয়টি সামনে রেখে আমি পরিষ্কার বলতে চাই, আলহামদুলিল্লাহ ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। উল্লিখিত আল্লাহ (সুব.) মনোনীত ইমাম মাহমুদের আবির্ভাব ঘটেছে। তিনি বর্তমানে পরিপূর্ণ যৌবনকাল অতিবাহিত করছেন এবং আল্লাহর (সুব.) কালিমাকে উচ্চে তুলে ধরার ব্রত নিয়ে সাধ্য মত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এমতাবস্থায় আসুন ভারতীয় উপমহাদেশের সকল স্থান ও অবস্থান থেকে সকল দল মত ও ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে স্বয়ং আল্লাহর (সুব.) মনোনীত ইমামের সহিত একিভূত হয়ে কুফফার মুশরিকদের উপর চূড়ান্ত আঘাত হেনে ইসলামের বিজয় ছিনিয়ে আনি। কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে মিলিত প্রচেষ্টার উপর আল্লাহর (সুব.) নুসরা অবশ্যই আসবে ইংশাআল্লাহ।

এখানে সম্মানিত ব্যাক্তিগণ অবশ্যই সম্মানজনক পজিশন পাবেন। অর্থাৎ যার অধিকার যতটুকু তা পাবেন। শরীআত নির্ধারিত শুরার মাধ্যমে পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। দ্বীনের কাজে অংশগ্রহণকারী মুমিনগণের তৃণমূল থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ নেতৃত্ব পর্যন্ত সকল স্তরের জ্ঞানী-গুণী, যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের বাস্তব ভিত্তিক সকল পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য কাজ করা হবে। তড়িৎ ফলাফলের আশায় সাময়িক উত্তেজনার বশে কোন কাজ হবে না ইংশাআল্লাহ। এমতাবস্থায় আসুন সবাই কাধে কাধ মিলিয়ে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদীর আগমনের প্রক্কালে মিলিতভাবে জিহাদের ঝান্ডাকে উচ্চে তুলে ধরি।

উল্লেখ্য যে, আমি এবং আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদা এবং রসূল (সা.) এর সাহাবায়ে আজমাইন, সালফে-সালেহীন এবং হকপন্থী সকল আইম্মায়ে মুজতাহিদিনগণের মতাদর্শ, রীতি-নীতি পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস ও সমর্থন করি। শিরক-বিদআত মিশ্রিত ও পরিপন্থী বা ব্যাক্তি স্বার্থ ভিত্তিক সব ধরণের আদর্শ ও কর্ম পন্থাকে প্রত্যাখ্যান করি। আল্লাহ (সুব.) আমাদেরকে মত পার্থক্য ভেদাভেদ ভুলে সম্মিলিতভাবে একামতে দ্বীনের কাজ করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

বিঃদ্রঃ কোন পরামর্শ বা যাচাই-বাছাই বা আলোচনা ও কথা বলার জন্য ইমাম মাহমুদ ভাইয়ের দরজা সার্বক্ষণি উন্মুক্ত থাকবে ইংশাআল্লাহ।

হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসাসহ পূত পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই, তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমারই সমীপে তাওবা করছি।

সমাপ্ত